# বার্ষিক প্রতিবেদন
# ২০২০-২০২১

জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

**বার্ষিক প্রতিবেদন**
**২০২০-২০২১**

**প্রকাশক:** জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র

**প্রকাশকাল:** ১৪ অক্টোবর ২০২১

পরিচালক মিনার মনসুর কর্তৃক গ্রন্থভবন ৫/সি, বঙ্গবন্ধু এভিনিউ, ঢাকা-১০০০ থেকে প্রকাশিত

**যোগাযোগ:**

জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৫/সি, বঙ্গবন্ধু এভিনিউ, ঢাকা-১০০০
ফোন: ২২৩৩৮৫৭৪৩, ২২৩৩৫০৫৮২; ফ্যাক্স: ২২৩৩৫২২১১
Email: granthakendro.org@gmail.com
Web:www.nbc.org.bd

# সবিনয় নিবেদন

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২০-২০২১-এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০-২০২১ প্রকাশিত হলো। এ প্রতিবেদনে সংক্ষিপ্ত আকারে গ্রন্থকেন্দ্রের বিগত অর্থ বছরের সম্পাদিত কার্যক্রমের বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। আগ্রহী পাঠক ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের প্রাসঙ্গিক তথ্যের চাহিদা এতে পূরণ হবে বলে আশা করা যায়।

জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়নে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং জেলা প্রশাসনসহ যারা নানাভাবে সহায়তা প্রদান করেছেন—এ সুযোগে তাদের সকলের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

সবার জন্য শুভ কামনা।

**মিনার মনসুর** ১৪/১০/২০২১
পরিচালক
জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র

ঢাকা: ১৪ অক্টোবর ২০২১

## সূচিপত্র


| ক্রমিক | বিষয় | পৃষ্ঠা নম্বর |
|---|---|---|
| ১ | ভিশন (রূপকল্প) | ৫ |
| ২ | মিশন (অভিলক্ষ্য) | ৫ |
| ৩ | কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ | ৫ |
| ৪ | জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ | ৫ |
| ৫ | এক নজরে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র: প্রতিষ্ঠা ও পরিচিতি | ৫ |
| ৬ | জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের দায়িত্ব ও কার্যাবলি | ৬ |
| ৭ | জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের জনবল | ৬ |
| ৮ | ২০২০-২০২১ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যাবলি | ৭ |
| ৯ | বিভাগীয়/জেলা পর্যায়ে বইমেলা আয়োজন | ৭ |
| ১০ | বেসরকারি গ্রন্থাগার তালিকাভুক্তি | ৭ |
| ১১ | বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহের মান উন্নয়নের লক্ষ্যে অনুদান প্রদান | ৭ |
| ১২ | সেমিনার আয়োজন | ৭ |
| ১৩ | মুজিববর্ষ ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে গ্রন্থ পাঠ প্রতিযোগিতার আয়োজন | ৮ |
| ১৪ | বেসরকারি গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকদের প্রশিক্ষণ প্রদান | ৯ |
| ১৫ | বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বইমেলায় অংশগ্রহণ | ১০ |
| ১৬ | জাতির পিতার জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষ্যে গ্রন্থ প্রদর্শনীর আয়োজন | ১০ |
| ১৭ | মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে গ্রন্থ প্রদর্শনীর আয়োজন | ১০ |
| ১৮ | অমর একুশে বইমেলায় অংশগ্রহণ | ১১ |
| ১৯ | ত্রৈমাসিক ‘বই’ পত্রিকা প্রকাশ | ১২ |
| ২০ | কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ প্রদান | ১২ |
| ২১ | ২০২১-২০২২ অর্থবছরে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের কর্মপরিকল্পনা | ১৩ |

## ভিশন (রূপকল্প)

জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সোনার মানুষ তথা বইমনস্ক আলোকিত মানুষ তৈরি করা।

## মিশন (অভিলক্ষ্য)

সৃজনশীল গ্রন্থের প্রকাশনা (সংখ্যাগত) বৃদ্ধি, গ্রন্থের গুণগত মান উন্নয়ন, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, ইতিহাস-ঐতিহ্য ও দেশজ সংস্কৃতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভে সহায়তার মাধ্যমে সচেতন ও দায়িত্বশীল সমাজ গঠন।

## কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ:

### জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

- সৃজনশীল গ্রন্থ সরবরাহ ও গ্রন্থাগারিকদের প্রশিক্ষণ প্রদানসহ প্রাসঙ্গিক বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি;
- সৃজনশীল লেখা-সংবলিত সাময়িকী প্রকাশ, সভা-সেমিনার ও উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রমের মাধ্যমে পাঠক সৃষ্টি এবং লেখক ও প্রকাশকদের উৎসাহিতকরণ;
- দেশে-বিদেশে বইমেলার আয়োজন ও বইমেলায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে বইয়ের বাজার সৃষ্টি ও বাংলা প্রকাশনার আন্তর্জাতিকীকরণ।

## এক নজরে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র

### প্রতিষ্ঠা ও পরিচিতি:

- 'জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র' গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান।

- প্রতিষ্ঠানটির জন্ম ১৯৬০ সালে। উল্লেখ্য যে, গ্রন্থের উন্নয়ন ও প্রসারকে সামনে রেখে ১৯৬০ সালে ইউনেস্কোর সার্বিক সহযোগিতায় তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা বিভাগের এক প্রজ্ঞাপন বলে 'ন্যাশনাল বুক সেন্টার অব পাকিস্তান' প্রতিষ্ঠিত হয়। তারই শাখা হিসেবে ঢাকায় এই প্রতিষ্ঠানটির যাত্রা শুরু হয় 'ন্যাশনাল বুক সেন্টার' নামে ।

- মহান স্বাধীনতা অর্জনের পর প্রতিষ্ঠানটির নতুন নামকরণ করা হয় 'জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র বাংলাদেশ'।

- ১৯৯৫ সালের ২৭ নভেম্বর বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের ২৭নং আইনবলে 'জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র আইন, ১৯৯৫' গৃহীত হয়। তখন প্রতিষ্ঠানটির নতুন নামকরণ হয় 'জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র'।

- সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে ১৭ (সতের) সদস্যবিশিষ্ট একটি পরিচালনা বোর্ড প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনা বিষয়ক নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে। প্রতিষ্ঠানটির সার্বিক নির্বাহী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক মনোনীত একজন পরিচালক।

- গ্রন্থভবন, ৫/সি বঙ্গবন্ধু এভিনিউস্থ নিজস্ব ভবন থেকে সংস্থাটির কার্যক্রম পরিচালিত হয়। বর্তমানে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের কোনো শাখা অফিস নেই।

## জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের দায়িত্ব ও কার্যাবলি:

জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র আইন ১৯৯৫ অনুযায়ী সংস্থার দায়িত্ব ও কার্যাবলি নিম্নরূপ:

(ক) পাঠসামগ্রীর উপর গ্রন্থপঞ্জি এবং গ্রন্থ প্রকাশ সংক্রান্ত উপাত্ত সংগ্রহ ও প্রকাশ করা;
(খ) পাঠকবর্গের চাহিদা ও রুচি সম্পর্কে অনুসন্ধান করা এবং তার ভিত্তিতে প্রতিবেদন প্রকাশ করা;
(গ) পুস্তক প্রকাশনা ও বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন করা;
(ঘ) জনসাধারণের মধ্যে অধিক ও ব্যাপক হারে পাঠপ্রবণতা ও আগ্রহ সৃষ্টির সুযোগ সৃষ্টি করা;
(ঙ) চলতি ও দুষ্প্রাপ্য বইয়ের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা;
(চ) দেশে প্রকাশিত পুস্তকের বিস্তারিত বিবরণী প্রকাশ করা;
(ছ) পুস্তক-সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ের উপর গবেষণা ও তথ্যানুসন্ধান করা এবং গবেষণা ও তথ্যানুসন্ধানলব্ধ তথ্যাদি প্রকাশ করা;
(জ) পুস্তকের প্রতি শিশু-কিশোরদের আগ্রহ সৃষ্টি করার ব্যবস্থা করা;
(ঝ) কেন্দ্রে গ্রন্থাগার স্থাপন করা এবং গ্রন্থাগারে অধ্যয়নের সুযোগের ব্যবস্থা করা;
(ঞ) গ্রন্থাগার সেবার উন্নয়নের জন্য সচেতনতা সৃষ্টি করা;
(ট) আন্তর্জাতিক সেমিনার, সম্মেলন, কর্মশালা, সিম্পোজিয়াম ও বইমেলার আয়োজন করা;
(ঠ) গ্রন্থ প্রকাশনাকে উৎসাহিত করা;
(ড) শিল্পসম্মত উন্নতমানের পুস্তক মুদ্রণে উৎসাহিত করা;
(ঢ) গ্রন্থ প্রকাশনা সম্পর্কিত যে কোনো বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ প্রদান;
(ণ) উপরিউক্ত কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় যেকোনো কাজ করা।

## জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের জনবল

জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের দায়িত্ব ও কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য সংস্থার মোট ৭৮টি অনুমোদিত পদ নিয়ে পরিচালকের দপ্তর, উপপরিচালকের দপ্তর, গ্রন্থাগারিকের দপ্তর ও গ্রন্থাগার শাখা, প্রশাসন শাখা, হিসাব শাখা, গবেষণা প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা ও তথ্যপ্রযুক্তি শাখা, প্রচার প্রকাশনা ও ম্যাগাজিন শাখা, বিক্রয় উন্নয়ন প্রদর্শনী ও অনুদান শাখা এবং বইমেলা, বেসরকারি গ্রন্থাগার তালিকাভুক্তিকরণ ও পরিদর্শন শাখাসহ মোট ৯টি শাখায় ভাগ করা হয়েছে।

**২০২০-২০২১ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যাবলি:**

**বিভাগ/জেলা পর্যায়ে বইমেলার আয়োজন:** জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র প্রতি বছর দেশের বিভাগ ও জেলা পর্যায়ে বইমেলার আয়োজন করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বিভাগ ও জেলা পর্যায়ে বইমেলা আয়োজনের লক্ষ্যে ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, রাজশাহী, রংপুর, ময়মনসিংহ, কক্সবাজার, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, কুমিল্লা, নোয়াখালী এবং খাগড়াছড়ি এবং পঞ্চগড়সহ দেশের ১৫টি জেলা প্রশাসন বরাবর অর্থের চেক প্রেরণ করা হয়েছিল। দেশব্যাপী করোনা সংক্রমণ পরিস্থিতির অবনতি ঘটায় জনসমাগম নিষিদ্ধ থাকায় বইমেলা আয়োজন করা সম্ভব না হওয়ায় ঢাকা, চট্টগ্রাম, বরিশাল, সিলেট, রাজশাহী, রংপুর, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, নোয়াখালী, খাগড়াছড়ি এবং পঞ্চগড়সহ ১১টি জেলা হতে অর্থের চেক ফেরত পাঠানো হবে মর্মে মৌখিকভাবে নিশ্চিত করেছেন। এছাড়া খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট এবং কক্সবাজার এই ৪টি জেলায় বইমেলা আয়োজন করা হয়েছে। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের উদ্যোগে জেলা প্রশাসনের ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ জ্ঞান ও সৃজনশীল প্রকাশক সমিতি এবং বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির অংশগ্রহণে এ সকল বইমেলা অনুষ্ঠিত হয়।

**বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহ তালিকাভুক্তি:** জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র দেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে বেসরকারিভাবে প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগারসমূহকে তালিকাভুক্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ৮০টি বেসরকারি গ্রন্থাগারকে যাচাই-বাছাইক্রমে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।

**বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহের মান উন্নয়নের লক্ষ্যে অনুদান প্রদান:** দেশের বেসরকারি গ্রন্থাগারগুলোর মান উন্নয়নের মাধ্যমে পাঠকদের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি, সেবার মান উন্নয়ন, নতুন পাঠক সৃষ্টিতে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের রাজস্বখাতের অনুদানের অর্থ ও বই জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহে সরবরাহ করে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহের অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে ৯৫০টি বেসরকারি গ্রন্থাগারের মধ্যে ৪ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়। বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে রয়েছে ৫০% মূল্যমানের বই এবং ৫০% অর্থ। বরাদ্দকৃত ২ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা ইএফটি'র মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বেসরকারি গ্রন্থাগারের একাউন্ট নম্বরে প্রেরণ করা হয়েছে।

**সেমিনার আয়োজন:** জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র প্রতিবছর আন্তর্জাতিক গ্রন্থদিবস, বইমেলা ও বিভিন্ন উপলক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ সেমিনারের আয়োজন করে থাকে। আয়োজিত সেমিনারের উদ্দেশ্য হলো লেখক, পাঠক, বেসরকারি গ্রন্থাগারের প্রতিনিধি ও গ্রন্থাগারিকদের মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরি করা, সমন্বিতভাবে পাঠক সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ, দক্ষ মানব সম্পদ তৈরি, আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার সহায়ক ভূমিকা পালন করা। জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র কর্তৃক ২০২০-২০২১ অর্থবছরে দেশে এবং বিদেশে মোট আট (০৮)টি সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে।

'পড়ি বঙ্গবন্ধুর বই, সোনার মানুষ হই' শীর্ষক পাঠ কার্যক্রমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব কে এম খালিদ, এমপি।

**মুজিববর্ষ ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে গ্রন্থ পাঠ প্রতিযোগিতার আয়োজন:** জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র প্রতিবছরই বিভিন্ন জাতীয় দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় মুজিববর্ষ এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের উদ্যোগে 'পড়ি বঙ্গবন্ধুর বই, সোনার মানুষ হই' শীর্ষক পাঠ কার্যক্রমে ঢাকাস্থ ১০টি বেসরকারি গ্রন্থাগারের সহযোগিতায় স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৫০ জন শিক্ষার্থীকে নিয়ে তিনটি বিভাগে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রচিত 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী', 'কারাগারের রোজনামচা' এবং 'আমার দেখা নয়াচীন' এই তিনটি গ্রন্থ পাঠ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব কে এম খালিদ, এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে পাঁচ মাসব্যাপী কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন। ২০ ডিসেম্বর ২০২০ জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের মিলনায়তনে উক্ত পাঠ প্রতিযোগিতার সমাপনী অনুষ্ঠান ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে তিন বিভাগে বিজয়ী শিক্ষার্থীদের মধ্যে পুরস্কার প্রদান করেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব কে এম খালিদ, এমপি।

'পড়ি বঙ্গবন্ধুর বই, সোনার মানুষ হই' শীর্ষক আলোচনা সভায় উপস্থিত
সম্মানীত অতিথিবৃন্দ ও ঢাকাস্থ বেসরকারি গ্রন্থাগারের প্রতিনিধিবৃন্দ।

'পড়ি বঙ্গবন্ধুর বই, সোনার মানুষ হই' শীর্ষক পাঠ কার্যক্রমের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে
বিজয়ী শিক্ষার্থীদের হাতে পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব কে এম খালিদ, এমপি।

**বেসরকারি গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকদের প্রশিক্ষণ প্রদান:** জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র প্রতিবছর দেশের তৃণমূল পর্যায়ের বেসরকারি গণগ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকদের অংশগ্রহণে 'বেসরকারি গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা, পাঠসেবার মানোন্নয়ন, নতুন পাঠক সৃষ্টি ও গ্রন্থাগারে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার' শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করে থাকে। জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র কর্তৃক ২০২০-২০২১ অর্থবছরে দুইটি ধাপে ১০৮টি বেসরকারি গ্রন্থাগারের ১০৮ জন গ্রন্থাগারিককে গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে জ্ঞান ও দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

১৪-১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখ পর্যন্ত চার দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে
বক্তব্য রাখছেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ বদরুল আরেফীন।

৮-১১ মার্চ ২০২১ তারিখ পর্যন্ত চার দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে প্রশিক্ষণার্থীদের সঙ্গে
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব কে এম খালিদ, এমপি এবং পরিচালক জনাব মিনার মনসুর।

**বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বইমেলায় অংশগ্রহণ:** বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের প্রকাশনাকে তুলে ধরা এবং বইয়ের বাজার সৃষ্টি করার লক্ষ্যে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র প্রতিবছর বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক বইমেলায় অংশগ্রহণ করে থাকে। জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র ২০২০-২০২১ অর্থবছরে লন্ডন, যুক্তরাষ্ট্র এবং জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্ট আন্তর্জাতিক বইমেলায় অংশগ্রহণ করেছে। উল্লেখ্য যে, বিশ্বব্যাপী করোনা সংক্রমণ পরিস্থিতির অবনতি ঘটায় এ বছর ফ্রাঙ্কফুর্ট আন্তর্জাতিক বইমেলাসহ সবকটি বইমেলা ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

**জাতির পিতার জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষ্যে গ্রন্থ প্রদর্শনীর আয়োজন:** জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষ্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র ও গণগ্রন্থাগারের অধিদপ্তরের যৌথ উদ্যোগে এবং ঢাকাস্থ ১০টি বেসরকারি গ্রন্থাগারের সহযোগিতায় শাহবাগস্থ গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর চত্বরে ১৫-১৭ মার্চ ২০২১ তিনদিনব্যাপী বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গ্রন্থ-প্রদর্শনী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ১৫ মার্চ ২০২১ বিকাল ৩:০০টায় তিনদিনব্যাপী এই কর্মসূচির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব কে এম খালিদ, এমপি। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোঃ আবুবকর সিদ্দিক, ৭১ টেলিভিশনের প্রধান সম্পাদক জনাব মোজাম্মেল বাবু। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের পরিচালক জনাব মিনার মনসুর। এছাড়া বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত কবিতা আবৃত্তি করেন আবৃত্তি শিল্পী রূপা চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ বদরুল আরেফীন।

গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর চত্বর থেকে বেলুন উড়িয়ে তিনদিনব্যাপী বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গ্রন্থ-প্রদর্শনী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করছেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব কে এম খালিদ, এমপি।

**মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে গ্রন্থ প্রদর্শনীর আয়োজন:** ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের উদ্যোগে এবং ঢাকাস্থ ১০টি বেসরকারি গ্রন্থাগারের সহযোগিতায় ঢাকার খিলগাঁওস্থ শহীদ বাকী স্মৃতি পাঠাগার চত্বরে ২৪-২৫ মার্চ ২০২১ দুইদিনব্যাপী মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধু বিষয়ক গ্রন্থ প্রদর্শনী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ২৪ মার্চ ২০২১ বিকাল ৩:৩০টায় দুইদিনব্যাপী এই কর্মসূচির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা ও বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব জনাব ম হামিদ।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পল্লীমা সংসদের সভাপতি জনাব আসাদুর রহমান নাসিম, গাজী টিভির এডিটর-ইন-চিফ সৈয়দ ইশতিয়াক রেজা, দৈনিক যুগান্তরের সম্পাদক জনাব সাইফুল আলম। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের পরিচালক জনাব মিনার মনসুর। ২৫ মার্চ ২০২১ দুইদিনব্যাপী এই কর্মসূচির সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

খিলগাঁওস্থ শহীদ বাকী স্মৃতি পাঠাগার চত্বর থেকে বেলুন উড়িয়ে দুইদিনব্যাপী মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধু বিষয়ক গ্রন্থ-প্রদর্শনী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করছেন বীর মুক্তিযোদ্ধা ও বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব জনাব ম হামিদ ও অন্যান্য অতিথিবৃন্দ।

**অমর একুশে বইমেলায় অংশগ্রহণ:** দেশব্যাপী করোনা সংক্রমণ পরিস্থিতির অবনতির কারণে এ বছর বাংলা একাডেমির অমর একুশে বইমেলার সময়সূচিতে পরিবর্তন আনা হয়। এ বছর বইমেলা ফেব্রুয়ারি মাসের পরিবর্তে মার্চ মাসের ১৪ তারিখ থেকে শুরু হয়। জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরও বাংলা একাডেমির মাসব্যাপী অমর একুশে বইমেলায় দৃষ্টিনন্দন স্টল নিয়ে অংশগ্রহণ করেছে। অন্যান্য বছরের মতো এ বছরও অমর একুশে বইমেলায় জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের স্টলে শুধুমাত্র নির্বাচিত গ্রন্থ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা রাখা হয়।

অমর একুশে বইমেলা উপলক্ষ্যে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র কর্তৃক নির্মিত স্টলের সামনে সংস্থার পরিচালক জনাব মিনার মনসুর ও সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও প্রদর্শনী) জনাব আনোয়ার হোসেন।

**ত্রৈমাসিক 'বই' পত্রিকা প্রকাশ:** দেশের প্রকাশনা জগতের অন্যতম ঐতিহ্যবাহী প্রকাশনা 'বই' । গ্রন্থজগতের তথা বই ও বইয়ের জগৎ সম্পর্কিত এই মাসিক পত্রিকাটি বর্তমানে ত্রৈমাসিক সাময়িকী হিসেবে প্রকাশিত হচ্ছে। গ্রন্থবিষয়ক বিভিন্ন প্রবন্ধ, নিবন্ধ, নতুন বই, লেখক, পাঠক ও গ্রন্থউন্নয়ন সম্পর্কিত লেখায় সমৃদ্ধ হয়ে প্রতিটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে পত্রিকাটির তিন (০৩)টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে।

**কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ প্রদান:** ২০২০-২০২১ অর্থবছরে সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়ন এবং দাপ্তরিক কাজে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, ইনোভেশন, সেবা সহজিকরণ, সিটিজেন চার্টার, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা, সরকারি কর্মচারী শৃঙ্খলা ও আপিল বিধি, কর্মচারীদের নিয়মিত হাজিরা ও ছুটি, কর্মচারীদের সৌজন্য বিনিময় ও দাপ্তরিক কার্যক্রমে আন্তরিকতা, অর্থ ব্যবস্থাপনা, দুর্যোগ মোকাবেলা ও জরুরি প্রয়োজনে কর্মচারীদের ভূমিকা, প্রভৃতি বিষয়ে ৫৬ কর্মঘণ্টা অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষণে মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন দপ্তর সংস্থার কর্মকর্তাবৃন্দ রিসোর্স পারসন হিসেবে প্রশিণার্থীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।

৬-৭ জুন ২০২১ দু'দিনব্যাপী অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ বদরুল আরেফীন।

**২০২১-২০২২ অর্থবছরে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের কর্মপরিকল্পনা:**

- বিভাগ/জেলা পর্যায়ে ০৫টি বইমেলা আয়োজন;
- বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহের উন্নয়ন ও যুব সমাজকে গ্রন্থাগারমুখী করার লক্ষ্যে ৮০০টি বেসরকারি গ্রন্থাগারকে বই ও আর্থিক সহায়তা প্রদান এবং তাদের উদ্বুদ্ধকরণ;
- গ্রন্থাগার ও প্রকাশনা বিষয়ক ০১টি তথ্যমূলক নির্দেশিকা প্রকাশ;
- বেসরকারি গ্রন্থাগারের ১১০ জন গ্রন্থাগারিককে গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান;
- দেশে-বিদেশে মোট ৮টি আলোচনা সভা/সেমিনার/কর্মশালার আয়োজন;
- গ্রন্থাগারে ৬০০০ জন পাঠককে গ্রন্থাগার সেবা প্রদান;
- 'বই' পত্রিকার ৪টি সংখ্যা প্রকাশ;
- অনুদান হিসেবে বেসরকারি গ্রন্থাগারে ৬৫ হাজার কপি বই সরবরাহ;
- ৮৫টি বেসরকারি গ্রন্থাগারকে তালিকাভুক্তিকরণ সনদপত্র প্রদান;
- বিদেশে অনুষ্ঠিত ৩টি আন্তর্জাতিক বইমেলায় অংশগ্রহণ।

১৪/৯/২২

**(মিনার মনসুর)**
পরিচালক